دليل المسلم الجديد

اللغة البنغالية

বাংলা ভাষা

নবাগত মুসলিমের পথ-নির্দেশিকা

ইসলাম কি?

mahadsunnah.com
sarhaan.com

كيف أدخل في الإسلام؟

আমি কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবো?

تحت إشراف: دكتور هيثم بن محمد سرحان
المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي -سابقا- والمشرف على معهد السنة

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: ড. হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান
প্রাক্তন শিক্ষক : মা'হাদ, মাসজিদে নবাবী
তত্ত্বাবধায়ক : মা'হাদুস সুন্নাহ

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

আল্লাহ তায়ালা তাকে, তার পিতা-মাতাকে ও যারা এই কিতাব প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন

https://www.alsarhaan.com

اللغة البنغالية

বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা:

«আমি কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবো?»

সংকলনে: (মহান রবের অনুগ্রহ প্রার্থী)

হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান

প্রাক্তন শিক্ষক: মাসজিদে নববীর মা'হাদ শাখা

পরিচালক: মা'হাদুস সুন্নাহ

https://mahadsunnah.com/

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে, তার পিতা-মাতাকে এবং এই পুস্তিকা প্রকাশে যারা তাকে সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন

প্রথম সংস্করণ:

সকল মুসলিমের জন্য বিষয়বস্তুর কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতিত গ্রন্থস্বত্ব উন্মুক্ত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রশ্ন:	উত্তর:
ইসলামে প্রবেশ করা কি সহজ?	হ্যা, কেননা এক্ষেত্রে কোন মাধ্যম বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।
আমি কি দ্রুতই ইসলাম গ্রহণের উদ্যোগ নিব? নাকি উপযুক্ত সময়ের জন্য বা কিছু সমস্যা সমাধান পর্যন্ত অপেক্ষা করবো?	অবশ্যই দ্রুত গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা বিলম্ব করা কখনো কখনো বিপদের কারন হতে পারে, আপনি যেকোন সময় মৃত্যুবরণ করতে পারেন। পাশাপাশি ইসলাম গ্রহণ একটি লাভ জনক ব্যবসা, সুতরাং যতদ্রুত এই ব্যবসায় সংযুক্ত হবেন ততবেশি লাভবান হবেন।
যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় সে কি করবে?	সে শুধুমাত্র দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে বলবে: ((আশহাদু আল্লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)) : «أَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّــدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
এটা কোন ভাষায় পড়া লাগবে?	যে ভাষা ভালো পারে সে ভাষাতেই বলবে, এক্ষেত্রে আরবী ভাষায় বলা শর্ত নয়।
সে কি অর্থ না বুঝেই এটা পড়তে পারবে?	না, বরং অর্থ বুঝে সেটা বিশ্বাস করা ও সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।
اشهد অর্থ কি ?	অর্থ হচ্ছে: আমি অন্তরে বিশ্বাস করছি, মুখে স্বীকৃতি দিচ্ছি, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এর চাহিদা অনুযায়ী আমল করবো।
لا إله إلا الله অর্থ কি ?	এর অর্থ হচ্ছে: আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্য মাবুদ নেই ।

প্রশ্ন:	উত্তর:
أن محمدا عبده ورسوله অর্থ কি ?	এর অর্থ হচ্ছে: তিনি একজন বান্দা সুতরাং তার ইবাদাত করা যাবে না, এবং তিনি একজন রাসূল সুতরাং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। এই সাক্ষ্য দ্বারা আবশ্যক হচ্ছে: তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তার নির্দেশের আনুগত্য করা, তার নিষিদ্ধকৃত বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকা, তার সুন্নাতের অনুসরণ করা।
আমি ভালোভাবে অর্থ বুঝতে পেরেছি, এখন আমার করণীয় কি ?	এখন আপনি আমার সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করুন: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
আমি কি এখন মুসলিম?	হ্যা, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ।
একজন মুসলিম হিসেবে এখন আপনি আমাকে কি উপদেশ দিবেন?	আমি আপনাকে উপদেশ দিব যে, আপনি আল্লাহর নিকটে দু'আ করুন, তিনি যেন আপনাকে তাঁর দ্বীনের উপর অটল রাখেন, আপনি উত্তম সাথী নির্ধারণ করুন যারা আপনাকে একাজে সহযোগিতা করবে, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুন, আল্লাহর অনুগ্রহে আপনার ইসলাম সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের থেকে এ সংবাদ গোপন রাখবেন, তবে মুসলিমদের মাঝে তা প্রকাশ করবেন।
সর্বোত্তম দু'আ কি?	(اهدنا الصراط المستقيم) (ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাক্বীম) {সুরা- ফাতিহা}
সবচেয়ে সহজ যিকির কোনটি?	সবচেয়ে সহজ যিকির হচ্ছে "বিসমিল্লাহ" , যা মাসজিদে ও বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, এখান থেকে বের হওয়ার সময়, কুরআন তেলাওয়াতের

প্রশ্ন:	উত্তর:
	সময়, বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে , পোশাক খোলার পূর্বে, ওযুর পূর্বে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের পূর্বে ইত্যাদি জায়গায় পড়া হয়।
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি যে সকল গুনাহ করেছি তার হুকুম কি হবে?	ইসলাম গ্রহণ পূর্বের সমস্ত গুনাহ কে মিটিয়ে দেয়, তবে বান্দার হক্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আদায় করা ওয়াজিব।
সাক্ষ্য প্রদানের পরে আমার করণীয় কি?	আপনার উপরে গোসল করা আবশ্যক।
আমি গোসল করবো কেন?	**প্রথমত:** শারঈ কোন বিষয়ে একজন মুসলিমের কখনো "কেন" প্রশ্ন করা উচিৎ নয়, বরং সে সর্বদাই বলবে " আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম"। **দ্বিতীয়ত:** আপনার শরীরের ভিতরের অংশ যেমনিভাবে পরিষ্কার করেছেন তেমনিভাবে বাহিরের অংশও পবিত্র করার জন্য আপনার উপরে গোসল আবশ্যক।
ঠিক আছে, তবে আমি কিভাবে গোসল করবো?	প্রথমে অন্তরে গোসলের নিয়্যাত করবেন, অত:পর বিসমিল্লাহ বলবেন এবং সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করবেন।
গোসলের পরে কি করবো?	যখন নামাজের সময় হবে তখন নামাজ পড়বেন।
আমার জন্য তো নামাজ আদায় করা কঠিন,	ইসলাম সহজ ধর্ম, কঠিন ধর্ম নয়, সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর জন্য , আপনি সাধ্যমত

প্রশ্ন:	উত্তর:
কেননা নামাজের অনেক কথা ও কাজ আছে যেগুলি আমি ভালোভাবে করতে পারি না।	আদায়ের চেষ্টা করবেন।
আমি কিভাবে নামাজ আদায় করবো?	আপনি আমার অনুসরণ করে নামাজ আদায় করতে পারেন, অথবা নামাজ শেখার জন্য বিভিন্ন ভিডিও দেখতে পারেন। আপনি এই পুস্তিকার শেষে মা'হাদুস সুন্নাহের বিভিন্ন চ্যানেলের লিংক পাবেন, যেখানে বিভিন্ন ভাষায় তৈরীকৃত এ সম্পর্কিত ভিডিও পাবেন, সেগুলিও দেখতে পারেন।
নামাজের পরে কি করবো?	ইসলামের মৌলিক পাঁচটি নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবেন, অত:পর ঈমানের রূকন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবেন, এভাবে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করবেন যার মাধ্যমে আপনার ইসলাম ও ঈমান বিশুদ্ধ হয়।
ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনি আমাকে কোন কোন ওয়েবসাইটে প্রবেশের পরামর্শ দিবেন?	আমি আপনাকে কিবারুল ওলামাদের ওয়েবসাইট ও সৌদি আরবের বিভিন্ন দাওয়া সেন্টারের ওয়েবসাইটে প্রবেশের পরামর্শ দিচ্ছি।
আমি আমার অমুসলিম আত্মীয় স্বজনের সাথে কিরূপ আচরণ করবো?	নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথে যেরূপ আচরণ করেছেন, আপনিও তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করবেন, কেননা তিনি কথা কাজ ও আচার-আচরণ দ্বারা মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন।

প্রশ্ন:	উত্তর:
অনেকে আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু নিজ পরিবারকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চায় না, তার হুকুম কি?	যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য অন্যকে তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেয়া আবশ্যক নয়, বরং তার ইসলাম তার ও আল্লাহর মাঝের বিষয়।
ইসলাম ধর্মের সর্বোত্তম কিতাব কোনটি?	সর্বোত্তম কিতাব আল কুরআন, এটা আল্লাহর বাণী।
আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা কোনটি?	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে " আল-ফাতেহা" , এইজন্য আমরা নামাজে প্রত্যেক রাকাতে এই সূরাটি পাঠ করি।
আল কুরআনের সবচেয়ে মহান/মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কোনটি?	সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে "আয়াতুল কুরসী"।
কিভাবে আমি কুরআন পড়া শিখবো?	কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং কুরআন তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমে, যেমন: শায়েখ হুজাইফী, হুসারী প্রমুখের তেলাওয়াত শুনতে পারেন।
কিভাবে আমি কুরআন বুঝবো?	গ্রহণযোগ্য আলেমগণ কর্তৃক রচিত তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে।
কুরআনের তাফসীর কোথায় পাবো?	আমি আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারার কুরআন ছাপাখানার ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছি।
কুরআনের পরে আপনি	আমি আপনাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিহ হাদীস সমূহ পড়ার ব্যাপারে

প্রশ্ন:	উত্তর:
আমাকে কি পড়ার পরামর্শ দেন?	পরামর্শ দিচ্ছি।
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সম্পর্কিত সবচেয়ে উত্তম কিতাব কোনটি?	হাদীসের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হচ্ছে "সহিহ বুখারী" , এই কিতাবের বিশুদ্ধতার ব্যঅপারে সকল ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত, আমি আপনাকে এই পুস্তিকার শেষে এই কিতাব ডাউনলোড করার লিংকের ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছি।
সুন্নাতে নববীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনটি?	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হচ্ছে " হাদীসে জিবরীল" , কেননা এখানে দ্বীনের তিনটি স্তর: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে বর্ণনা আছে।
আমি ভয় করছি যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবো না!	আপনি ভয় পাবেন না, বরং আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। মানে রাখবেন, দ্বীন হচ্ছে সহজ, আল্লাহ তা'য়ালা যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন তিনি আপনাকে সেই কাজ করার তাওফীক দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি চাইলে আমাদের মা'হাদুস সুন্নাহের ফ্রি অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পারেন, যার লিংক এই পুস্তিকার শেষে দেয়া আছে। পরিশেষে আমি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বাণীর প্রতি নাসীহাত করছি, তিনি বলেন: " তোমার জন্য যেটা কল্যাণকর সেটা অর্জনে অগ্রসর হও, আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করো,অপারগতা প্রকাশ করবে না।"

মা'হাদুস সুন্নাহ এর বিভিন্ন লিংক:

টেলিগ্রাম লিংক:

ফেসবুক লিংক:

মা'হাদুস সুন্নাহ এর ওয়েবসাইট:

হোয়াটসঅ্যাপ লিংক:

কিতাব ডাউনলোড লিংক:

ইউটিউব লিংক:

ইউটিউব লিংক:

বাংলা ভাষা البنغالية

3 তাওহীদের প্রকারভেদ

রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও আসমা ওয়াস্ সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

এটা তিন প্রকার

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ

আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যাবতীয় কাজে একক বলে স্বীকার করা অথবা সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

ইবাদাতের ক্ষেত্রে অথবা বান্দার সকল ইবাদাতমূলক কাজে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে অথবা রাসূলের জবানে নিজের জন্য যে সকল নাম ও গুনাবলী উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে এককভাবে তাঁর জন্য স্বীকার করা,কোনরূপ পরিবর্তন,পরিবর্ধন বা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা ছাড়াই যেটা স্বাব্যস্ত করেছেন সেটা স্বাব্যস্ত করা ও যেটা প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বীনের স্তর তিনটি:

ইসলাম

তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকটে আত্মসমর্পন করা, তাঁর আনুগত্যের বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

ইসলামের রুকন সমূহ:

১- দুটি সাক্ষ্য।
২- নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।
৩- যাকাত দেয়া।
৪- রমজানের রোজা রাখা।
৫- সামর্থ্যবানদের জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

ঈমান

তা হচ্ছে জবানের স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল , আর এটি আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় ও অবাধ্যতার মাধ্যমে কমে যায়।

ঈমানের রুকন সমূহ: 6

১- আল্লাহর উপর ঈমান আনা।
২- ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা।
৩- কিতাব সমূহের উপর,
৪- রাসূলগণের উপর,
৫- পরকালের উপর,
৬- তাকদ্বীরের ভালো ও মন্দের উপর ঈমান আনা।

ইহসান

তা হচ্ছে আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত যেন আপনি তাঁকে দেখছেন , আর যদি দেখতে না পান তাহলে এটা বিশ্বাস করবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

এর রুকন একটি যার দুটি স্তর:

১-ইবাদাতুল মুশাহাদা হচ্ছে আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন।
২- ইবাদাতুল মুরাকাবা হচ্ছে যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে এই বিশ্বাস রাখবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

4 হারামের প্রকারভেদ:

সাগীরা গুনাহ:

(কাবীরার চেয়ে ছোট) , ইস্তেগ--ফারের মাধ্যমে কাবীরা গুনাহ ক্ষমা হয়, আর সাগীরার উপরে চলমান থাকলে তা কাবীরা গুনাহতে পরিনত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; (তোমরা সাগীরা বা তুচ্ছ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এগুলো কোন ব্যক্তির নিকটে জমা হতে থাকে, অবশেষে তাঁকে ধ্বংস করে ফেলে।)

কাবীরা গুনাহ:

(যে সকল কাজের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আছে) যেমন: যাদু, পিতা-মাতার অবাধ্যতা,সুদ, যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা, মদ পান, চুরি, গিবাত, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

ছোট শিরক:

(দ্বীন থেকে বের করে দেয় না, কাবীরাহ গুনাহ থেকে বড়), যেমন: এই কথা বলা যে, আল্লাহ এবং আপনি যা চান, আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করা, লোক দেখানো ইবাদাত করা, শিরকী তাবিজ ঝুলানো, ভাগ্য গননা করা, অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা, পুঁতি, দানা ইত্যাদি এই বিশ্বাসে ঝুলানো যে, এগুলি তাকে হেফাজত করবে অথবা তার থেকে বিপদ দূর করবে।

বড় শিরক:

(দ্বীন থেকে বের করে দেয়, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না) আল্লাহ তায়ালার জন্য এমন সমকক্ষ নির্ধারণ করা যে আল্লাহকে যেভাবে ডাকে তাকেও সেভাবে ডাকে অথবা তাকে ভয় পায়, তার নিকটে আশা করে অথবা আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাকে ভালোবাসে অথবা যেকোন ধরনের ইবাদাত ঐ সমকক্ষের জন্য করে।

ওযু, তায়াম্মুম ও গোসলের পদ্ধতি

2

ওযুর পদ্ধতি

অন্তরে ওযুর নিয়ত করবে , অতঃপর " বিসমিল্লাহ " বলে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে।

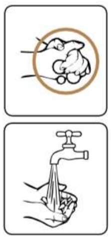

1

ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করবে। অর্থাৎ মুখে পানি নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফেলে দিবে। অতঃপর নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে , এমতাবস্থায় বাম হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি নাকের উপরে রাখবে।

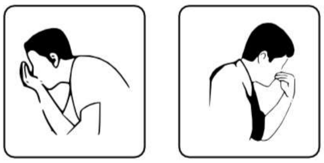

2

অতঃপর মুখমন্ডল ধৌত করবে। এর পরিসীমা হচ্ছে লম্বায় মাথার চুলের উৎপত্তিস্থল হতে থুতনি ও দাড়ির শেষ পর্যন্ত, আর চওড়ায় এক কান থেকে অন্য কানের মধ্যবর্তী স্থান।

3

এরপর আঙুলের পার্শ্ব দিয়ে দুই হাত কনুই সহ ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত।

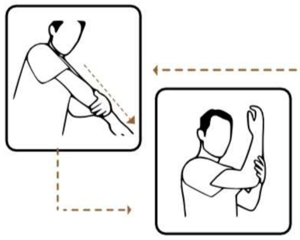

4

অতঃপর সমস্ত মাথা মাসাহ্ করবে , প্রথমে দুই হাত মাথার সম্মুখভাগ হতে কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যাবে তারপর উভয় হাতকে সম্মুখভাগে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

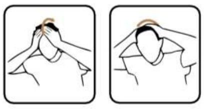

5

অতঃপর দুই হাতের তর্জনী কে দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উপরিভাগ মাসাহ্ করবে।

6

অতঃপর দুই পা গোড়ালির উপরস্থিত পায়ের গিঁট সহ ধৌত করবে।

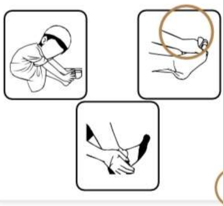

7

- শরীয়ত নির্ধারিত সীমা বা পরিমানের চেয়ে বেশি ধৌত করার হুকুম ?

ওযুর ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত সীমা বা পরিমানের চেয়ে বেশি ধৌত করা জায়েয নেই। যেমন তিন বারের অধিক ধৌত করা , অথবা হাতের কনুই এর থেকে উপরে ধৌত করা, অথবা দুই পায়ের গোড়ালির উপরস্থিত পায়ের গিঁট থেকে উপরে ধৌত করা , অথবা ঘাড় মাসাহ্ করা।

8

- ওযু শেষ করে বলবে :

" আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা-শারিকা লাহু, অআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ্ " , সুনানে তিরমিযিতে উল্লেখ আছে " আল্লা-হুম্মাজ্-আল্নী মিনাত্ তাওওয়া-বীনা ওয়াজ-আল্নী মিনাল্ মুতাত্বহ্হিরীন" ।

9

- ওযু ভঙ্গের কারণ সমূহ :

1- পেশাব – পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া, যেমন: পেশাব , পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি।
2- ঘুম অথবা অজ্ঞানতার কারনে বোধশক্তি চলে যাওয়া।
3- উটের গোস্ত খাওয়া।

10

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

তায়াম্মুম হচ্ছে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি। পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকার কারনে পানি ব্যবহারে অপারগ হলে, পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

1

অন্তরে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, তারপর "বিসমিল্লাহ" বলবে, অতঃপর উভয় হাত একবার মাটিতে মারবে এবং হাতের তালু দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের বাহিরের অংশ কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে।

1 2 3 4

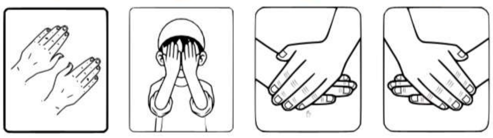

2

দুই হাত মাটিতে মারা অবস্থায় আঙুল সমূহ ফাঁকা রাখা শরীয়ত সম্মত নয়, তেমনিভাবে দুই হাতের কব্জিতে মাসাহের সময় আঙুল সমূহ খিলাল্ করাও শরীয়ত সম্মত নয়।

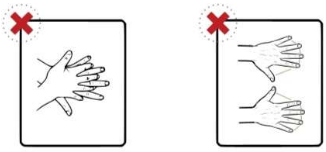

3

ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি

অন্তরে গোসলের নিয়ত করবে এবং নিঃশব্দে " বিসমিল্লাহ" বলবে। অতঃপর সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করবে, এমনকি হালকা ও ঘন সমস্ত চুলের নীচেও পানি প্রবেশ করাবে , এবং কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

1

- গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সমূহ :

1- সহবাস বা অন্য কোন কারণে বীর্যপাত হওয়া, অথবা পুরুষ ও স্ত্রীর যৌনাঙ্গ মিলিত হওয়া। 2- হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া। 3- মৃত্যু বরণ করা (শহীদ ব্যতিত)।
4- কাফের ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করা।

2

প্রণয়ন: ড. হাইছাম সারহান , শিক্ষক: মসজিদে নববী, তত্ত্বাবধায়ক : মা'হাদুস সুন্নাহ : mahadsunnah.com

মুদ্রণ ও বিতরণ অনুমোদিত। - অনুবাদের জন্য ভিজিট করুন: sarhaan.com অথবা বারকোড স্ক্যান করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজের পদ্ধতি 1

ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তির জন্য সুতরা গ্রহন করা সুন্নাত। ইমামের সুতরা তার পিছনের মুক্তাদির সুতরা হিসেবে গন্য হবে।

সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তার দৃষ্টি কে সিজদার স্থানে রাখবে, এদিক সেদিক ফিরাবে না।

1

দুই পায়ের মাঝে দুই কাঁধের সমান ফাঁকা রাখবে , কমবেশি করবে না। দুই পায়ের বাহিরের অংশ সমান রাখবে।

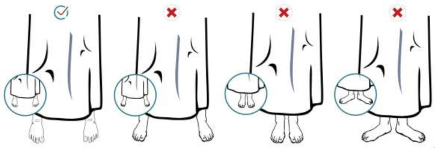

2

সালাতের শর্তসমূহ আদায় করার পরে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে , এক্ষেত্রে " আল্লাহু আকবার" বলবে এবং সেই সাথে দুই হাতের আঙুল সমূহ একত্রিত অবস্থায় উভয় হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে, এবং উভয় হাতের তালুর ভিতরের অংশ ক্বিবলা বরাবর রাখবে।

3

অতঃপর ডান হাতের তালুর ভিতরের অংশ বাম হাতের তালুর বাহিরের অংশ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে বা বাঁধবে।

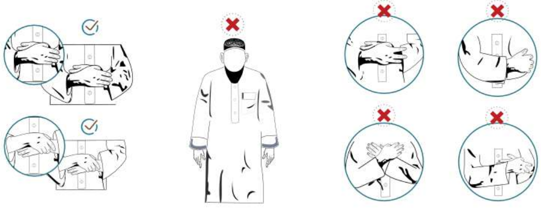

4

শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে " ইস্তিফতাহ" বা সানা পড়া মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত " ইস্তিফতাহ" এর দু'আ গুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা পাঠ করা। পড়বে :
" সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা "।

এরপর " আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম" পড়বে।

এরপর " বিসমিল্লাহ" ও সুরা ফাতিহা ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবে। পড়বে:
{১}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম {২} আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন {৩} আর রাহমানির রাহীম {৪} মালিকি য়াওমিদ্দীন {৫} ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন {৬} ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুসতাক্বীম {৭} সিরাতাল্লাযিনা আন্‌আ'মতা আ'লাইহিম , গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ,অলায্‌ যা-ল্লি-ন।

এরপর কুরআনুল কারীম থেকে যতটুকু সম্ভব পাঠ করা মুস্তাহাব, তবে এক্ষেত্রে " আউযুবিল্লাহ" পাঠ করবে না, এবং কেবলমাত্র সুরার শুরুতে " বিসমিল্লাহ" পাঠ করবে।

5

এরপর " আল্লাহু আকবার" বলে তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত উত্তোলন করবে ও রুকুতে যাবে। রুকুতে হাঁটু ধরবে তবে কনুই বাঁকা করবে না, এবং পিঠকে মাথা বরাবর সোজা রাখবে। রুকুতে একবার " সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা ওয়াজিব, এবং হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য দু'আ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।

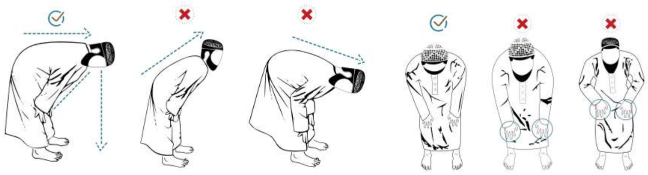

6

এরপর রুকু থেকে উঠার সময় একদম সোজা হওয়ার পূর্বে " সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে ও দুই হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে।

অতঃপর সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বলবে " রব্বানা লাকাল হামদ" , এরসাথে হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য দুআ বৃদ্ধি করে পড়া মুস্তাহাব।

এরপর তাকবীর দিয়ে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করবে (এক্ষেত্রে তাকবীরে তাহরীমার মতো হাত উত্তোলন করবে না) : কপাল, নাক, দুই হাতের তালুর ভিতরের অংশ, দুই হাঁটু, দুই পায়ের আঙুলের ভিতরের অংশ।

দুই বগল, পেট ও উরু, এবং উরু ও হাঁটুর নীচের অংশের মাঝে ফাঁকা রাখবে। দুই বাহু মাটি থেকে উপরে তুলে রাখবে।

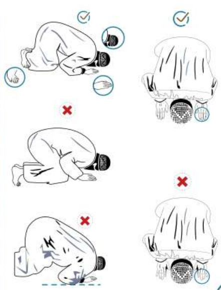

7

সিজদায় একবার " সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলা ওয়াজিব, এছাড়া হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য দু'আ বৃদ্ধি করে পড়া মুস্তাহাব। সিজদায় যেকোনো দু'আ পড়তে পারে তবে হাদিসে বর্ণিত দু'আসমূহ পড়াই উত্তম।

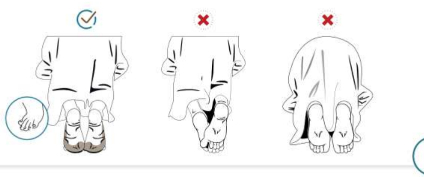

8

অতঃপর তাকবীর দিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে, ডান পা খাড়া করে তার আঙুলের ভিতরের অংশ মাটিতে ও আঙুল গুলো কিবলামুখী করে রাখবে, দুই হাতের তালুর ভিতরের অংশ উরুর শেষাংশে রেখে পড়বে " রাব্বিগ ফিরলী" । প্রত্যেকটি বৈঠক এভাবেই সম্পন্ন করবে, তবে তিন রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে বাম পা কে ডান পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশের নীচ দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে " তাওয়াররুক" করে বসবে।

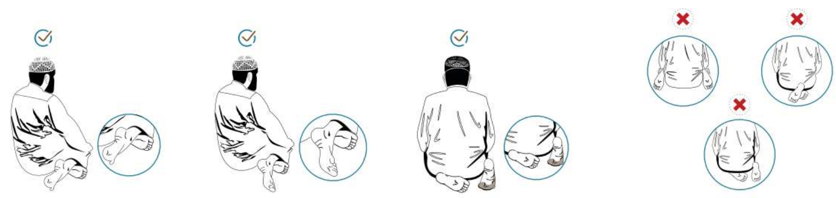

9

এরপর তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতো সিজদা দিবে। তারপর তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে, এবং প্রথম রাকআত যেভাবে আদায় করেছে দ্বিতীয় রাকআত ও সেভাবেই আদায় করবে, তবে দ্বিতীয় রাকআত থেকে তাকবীরে তাহরীমা ও সানা পড়তে হবে না।

দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে তাশাহ্হুদের জন্য বসবে।

তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে , মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি গোল করে রাখবে। তর্জনী নাড়াতে থাকবে ও দু'আ করবে।

অতঃপর তাশাহ্হুদ ও দরুদে ইব্রাহীম পাঠ করবে।
" আত তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস সলাওয়াতু ওয়াত তয়্যিবাতু, আস সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস সালামু আলাইনা অ'আলা ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু , ওআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ" ।
"আল্লাহুম্মা সাল্লিআ'লা মুহাম্মাদ, অআ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রাহিম, অআ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ , অআ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম, অআ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ"।

অতঃপর চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে , পড়বে :" আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, অআউযুবিকা মিন আযাবিল ক্ববর, অআউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দাজ্জাল, অআউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল মামাত" । এরপর পছন্দ মতো দু'আ করবে তবে উত্তম হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত দু'আ পড়া , সেই সাথে পড়বে " আল্লাহুম্মা আইন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" ।

অতঃপর ডানে ও বামে দুই সালাম ফিরাবে এবং বলবে " আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" । সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে শুধু মাত্র মাথাকে ডানে বামে ফিরাবে , কাঁধ ফিরাবে না, মাথা উপর নিচ করবে না এবং হাত দ্বারা ইশারা ও করবে না।

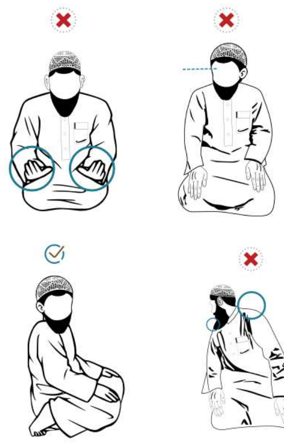

10

প্রণয়ন : ড. হাইছাম সারহান, শিক্ষক: মসজিদে নববী তত্ত্বাবধায়ক: মা'হাদুস সুন্নাহ mahadusunnah.com.

কপিরাইট ও বিতরণ অনুমোদিত। - অনুবাদের জন্য ভিজিট করুন : sarhaan.com অথবা বারকোড স্ক্যান করুন।

أحكام زكاة الفطر

যাকাতুল ফিতর এর বিধান

মসজিদে নববীর প্রাক্তন শিক্ষক ড. হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান কর্তৃক রচিত “ফাতহুল মুঈন ফি তাক্বরীবি মানহাজিস সালিকীন ওয়া তাওযীহিল ফিক্বহি ফিদ্-দ্বীন” গ্রন্থ থেকে নেওয়া

mahadsunnah.com/sarhaan.com

اللغة البنغالية

বাংলা ভাষা

মসজিদে নববীর প্রাক্তন শিক্ষক ডক্টর হাইসাম বিন মুহাম্মাদ সারহান কর্তৃক রচিত **"ফাতহুল মুঈন ফি তাক্বরীবি মানহাজিস সালিকীন ওয়া তাওযীহিল ফিক্বহি ফিদ্-দ্বীন"** গ্রন্থ থেকে নেওয়া

যাকাতুল ফিতর এর বিধান:

যার উপর আবশ্যক:		যার উপর পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব:
এটা প্রত্যেক ওই মুসলিমের জন্য অবশ্যক যে রমজানের শেষ সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবিত থাকবে। যদিও সে বয়স্ক অথবা ছোট, পুরুষ অথবা মহিলা, স্বাধীন অথবা গোলাম হয়।	পাশাপাশি ঈদের দিন এবং রাতে নিজের ও পরিবারের খাদ্য ও মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার পরেও যার নিকটে এক সা খাদ্য অতিরিক্ত থাকবে।	গর্ভস্হ সন্তান।

যাকাতুল ফিতর এর শরয়ী তাৎপর্য:

রোজাদার কে অনর্থক কথা এবং অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করণ।	ফকির এবং মিসকিন কে ঈদের দিনে ভিক্ষা করা /চাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষি রাখা।

যাকাতুল ফিতর প্রদান করার সময়:

বৈধ সময়:	পছন্দনীয় সময়:	নিষিদ্ধ সময়:
ঈদের এক অথবা দুই দিন পূর্বে।	ফজরের পর হতে ঈদের নামাজে বের হওয়ার পূর্বে।	ঈদের নামাজের পরে।

যাকাতুল ফিতর হিসাবে যা যথেষ্ট হবে:

এক সা পরিমাণ এমন খাদ্য যা দিয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে, ভালো গমের ক্ষেত্রে এক সা এর পরিমাপ হলো, ২ কেজি ৪০ গ্রাম। আর অন্যান্য সকল খাদ্য ওই অনুপাতে।	নগদ টাকা যথেষ্ট হবে না।

প্রসিদ্ধ খাদ্যের ক্ষেত্রে যাকাতুল ফিতর এর পরিমাপ এবং পরিমাণ:

আটা/ময়দা : ১৪০০ গ্রাম	**সুজি**: ২০০০ গ্রাম	**চাল**: ২৩০০ গ্রাম
গম: ২০৪০ গ্রাম	**ডাল**: ২১০০ গ্রাম	**ছোলা**: ২০০০ গ্রাম
মটরশুটি: ২০৬০ গ্রাম	**খেজুর**: ১৮০০ গ্রাম	**কিসমিস**: ১৬৪০ গ্রাম

গ্রহীতা এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে যাকাত এর প্রকারভেদ:

১- পরিমাণ নির্দিষ্ট, তবে দাতা এবং গ্রহীতা নির্দিষ্ট না। যেমন: যাকাতুল ফিতর।	২- পরিমাণ এবং গ্রহীতা উভয়ই নির্দিষ্ট। যেমন: ক্ষতির মুক্তিপণ :(তোমরা ছয় জন মিসকিন কে খাওয়াও, প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা)	৩- গ্রহীতা নির্দিষ্ট পরিমাণ না। যেমন: ওয়াদা ভঙ্গের কাফফারা।

খালীফা মামুন যখন আমীর ছিলেন তখন তার একটি বিতর্কের মজলিস ছিল। একদিন তার এই মজলিসে অনেক লোকের সাথে একজন ইহুদী প্রবেশ করে। যার কাপড় ছিল সুন্দর, চেহারা সুন্দর ও গায়ে সুন্দর সুঘ্রান ছিল।

লোকটি সুন্দর ভাবে কথা বললো, অত:পর মজলিস শেষে মামুন তাকে বললেন: তুমি কি ইহুদী? সে বললো: হ্যা, তিনি বললেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের শর্তে উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহুদী বললো: বরং আমি আমার ও আমার পিতৃপুরুষের দ্বীনের উপর থাকতে চাই। অত:পর সে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তী বছর ঐ ইহুদী মুসলিম হিসেবে আগমন করলো এবং ফিকহ ও হাদীসের উপর খুব সুন্দরভাবে আলোচনা উপস্থাপন করলো, মজলিস শেষে মামুন তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আমাদের গত বছরের সেই সাথী নও? সে বললো: হ্যা, তিনি বললেন: তোমার ইসলাম গ্রহণের কারন কি?

ইহুদী বললো: শুনুন এবং আল্লাহু আকবার বলুন, ঐদিন আপনার মজলিস থেকে বের হয়ে এই ধর্মগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চিন্তা করলাম। আমার হাতের লেখা খুব ভালো ছিল, প্রথমে আমি তাওরাতের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম, আমি সেখানে কিছু কমবেশি করলাম, অত:পর সেটা নিয়ে ইহুদীদের উপাসনালয়ে গেলাম, তারা সেটা আমার নিকট থেকে কিনে নিল, তারা নিজেরা সেটা পড়লোও না আবার পুন:নিরীক্ষণও করলোনা, এরপর আমি ইন্‌জিলের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম, আমি সেখানে কিছু কমবেশি করলাম, অত:পর সেটা নিয়ে খ্রীস্টানদের গীর্জায় গেলাম, তারা সেটা আমার নিকট থেকে কিনে নিল, তারাও নিজেরা সেটা পড়লো না আবার পুন:নিরীক্ষণও করলোনা, এরপর আমি কুরআনের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম এবং সেখানেও কিছু কমবেশি করলাম অত:পর আমি সেটা নিয়ে বই বিক্রেতাদের নিকটে গেলাম, তারা বললো: আমরা পড়ে না দেখে অথবা পুন:নিরীক্ষণ না করে এটা গ্রহণ করতে পরবো না, তারা এর ভুলগুলি ধরে ফেললো, কম-বেশি কৃত জায়গাগুলি নির্ধারন করে ফেললো, তারা এগুলো জ্বালিয়ে দিলো এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম হলো, আমি বুঝতে পারলাম এই কিতাবটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। এটাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারন।

হজ্জের কার্যাবলী
1
ইহরাম বাঁধা
হজ্জের আনুষ্ঠানিকতায় প্রবেশের নিয়ত
সিরিয়া ও মিশর বাসীদের মীকাত জোহফা ১৮৬ কি.মি
মদিনাবাসীর মীকাত জুলহুলাইফা ৪২০ কি.মি
ইরাকবাসীর মীকাত যাতু ইরক ৯৮ কি.মি
নজদবাসীর মীকাত ক্বারনুল মানাযিল ৯৯ কি.মি
ইয়ামেনবাসীর মীকাত ইয়ালামলাম ৯৯ কি.মি
বিমানযোগে আগমনকারীরা মিকাতের উপর দিয়ে অতিক্রমকালে নিকটবর্তী এয়ার পয়েন্ট থেকে ইহরাম বেঁধে নেবে
2
আগমনী তাওয়াফ
শেষ শুরু
হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত ৭ বার প্রদক্ষিণ করা।
সবুজ চিহ্নদ্বয়ের দিকে হেঁটে গিয়ে উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে জোরে জোরে দৌড়ানো। এটি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।
সাফা
মারওয়া
3
সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা।
৯ম তারিখ রাত্রি
4
মিনায় রাত্রিযাপন
সেখানে ৮ম তারিখের জোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এবং ৯ম তারিখের ফজরের সালাত আদায় করবে।
৯ম তারিখ দিন
5
আরাফার মাঠে অবস্থান
৯ম তারিখ যোহর থেকে শুরু হয়ে ১০ম তারিখ ফজর পর্যন্ত চলবে।সেখানে জোহর ও আসর আগে একত্রিত করে কসর করবে।
১০ম তারিখ রাত্রি
6
মুজদালিফায় রাত্রিযাপন
সেখানে ৯ম তারিখের মাগরিব, এশা এবং ১০ম তারিখের ফজর সালাত আদায় করবে
১০ম তারিখ দিন
7
জামারায়ে আকাবাতে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা।
১০ম তারিখ দিন
8
হজ্জে তামাত্তু ও ক্বিরান সম্পাদনকারীদের জন্য কুরবানী করা।
১০ম তারিখ দিন
9
মাথামুন্ডন অথবা চুল খাটো করা।
পুরুষেরা মাথামুন্ডন অথবা চুল খাটো করবে আর মহিলারা কয়েক আঙ্গুল পরিমাণ চুল খাটো করবে।
১০ম তারিখ দিন
10
তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পাদন করাঃ
11
সাঈ করা (তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য অথবা যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুম এরপরে সাঈ করেনি তার জন্য)
12
জামারাতে পাথর নিক্ষেপ ও মিনায় রাত্রিযাপন
সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে প্রথমে ছোট জামারা অতঃপর মধ্যবর্তী অতঃপর বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা।
الجمرة 1
الجمرة 2
الجمرة 3
দোআ'র স্থান
দোআ'র স্থান
১১-১২ও১৩ তারিখ বিলম্বকারীদের জন্য
13
বিদায়ী তাওয়াফ
ঋতুবতী কিংবা নেফাসগ্রস্থ মহিলার জন্য এটি ছাড় রয়েছে।
alsarhaan.com
sarhaan.com
হজ্জের রুকন ছেড়ে দিলে হজ্জ আদায় হবে না।
হজ্জের ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সেক্ষেত্রে দম দিতে হবে।

ওমরার কার্যাবলী

বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত

শাম ও মিশর বাসীর মিকাত হচ্ছে আল জুহফা (১৮৬ কি:মি:)

মদিনাবাসীর মিকাত হচ্ছে জুলহুলাইফা (৪২০ কি:মি:)

ইরাকবাসীর মিকাত হচ্ছে যাতু ইরক (৯৮ কি:মি:)

নজদবাসীর মিকাত হচ্ছে কারনুল মানাযিল (৯৯ কি:মি:)

ইয়ামানবাসীদের মিকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম (৯৯ কি:মি:)

1 ইহরাম

ওমরার কাজ শুরুর নিয়ত করা

বিমান যোগে আগমনকারীরা মিকাত অতিক্রম কালে সবচেয়ে নিকটবর্তী এয়ার পয়েন্ট থেকে ইহরাম বাঁধবে।

2 তাওয়াফ

শুরু | শেষ

হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত সাতবার প্রদক্ষিণ করা

3 মাকামে ইবরাহিমের পিছনে সালাত আদায় করা (যদি সম্ভব হয়)

সাতটি প্রদক্ষিণ

সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা, সবুজ চিহ্নিত জায়গার পূর্বে এবং পরে স্বাভাবিকভাবে হাঁটা তবে চিহ্নিত জায়গার মাঝে দ্রুত গতিতে হাঁটা এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

সাফা

মারওয়া

4 সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা

5 মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা।

মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা, শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এবং মহিলারা এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে।

ইহরাম বাধা অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী

১ মাথা অথবা শরীর থেকে চুল ফেলানো

২ নখ কাটা ৩ সুগন্ধি ব্যবহার করা ৪ নিজের অথবা অন্যের জন্য বিবাহের আকদ করা

৫ সহবাস করা ৬ স্থলভাগের পশু শিকার করা

এমন কতিপয় বিষয় যা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য হারাম

১ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, চাই সেটা উপরিভাগের হোক যেমন জামা অথবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য হোক

২ পাগড়ি বা টুপি কোন জিনিসের মাধ্যমে মাথা ঢেকে রাখা

পাগড়ি টুপি ইত্যাদি কোন জিনিষের মাধ্যমে মাথা ঢেকে রাখা

১ নেকাব অথবা বোরখার মাধ্যমে চেহারা ঢেকে রাখা, তবে অপরিচিত পুরুষের উপস্থিতিতে মহিলা তার চেহারা খীমার অথবা এ জাতীয় জিনিস দ্বারা ঢেকে রাখবে।

২ মোজা পরিধান করা

ওমরার মুস্তাহাব বিষয়সমূহঃ

১ ইহরাম বাঁধার পূর্বে নখ কাটা এবং যে সমস্ত স্থানের চুল মুন্ডন করা আবশ্যক সেগুলো মুন্ডন করা।

২ ইহরামের জন্য গোসল করা ৩ পুরুষের সাদা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা ৪ পুরুষের জন্য শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা

৫ ইহরাম বাঁধার পর থেকে তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা (লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকালাকা)

৬ তাওয়াফের সময় পুরুষের জন্য ইযতিবা করা অর্থাৎ ডান কাঁধ উন্মুক্ত করা।

৭ হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা

৮ প্রথম তিন তাওয়াফ রমল (দৌড়ানোর মতো অঙ্গভঙ্গি করা)

৯ মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করা।

	সুনানুল ফিত্বরা ঐ সমস্ত গুনাবলী যেগুলোর উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন	
معهد السنة As-Sunnah College		

সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষের জন্য এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন বিদ্যমান, যদি না তার চার পার্শ্বের সমাজ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সহীহ হাদীসে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে:.

স্বভাব (বৈশিষ্ট্য)	হুকুম (বিধান)	সংজ্ঞা (পরিচিতি)
[1] গোঁফ খাটো করা	সুন্নাত, সম্পূর্ণরূপে মুন্ডন করা মাক্রুহ	গোঁফের ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে খাটো ও হালকা করে রাখা, কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ কেটে ফেলা যেন ঠোঁটের কিনারা সমূহ উন্মুক্ত থাকে ।
[2] দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া	ওয়াজিব	দাঁড়ি মুন্ডন করা হারাম, কেননা সেটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া ও পরিপূর্ণ করা সংক্রান্ত নির্দেশের পরিপন্থী ।
[3] মেস্ওয়াক্ করা	সুন্নাতে মুআক্কাদা	দাঁত পরিষ্কার করার জন্য গাছের ডাল বা এই জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা, এটা সর্বাবস্থায় সুন্নাত, বিশেষকরে ওযুর পূর্বে, নামাজের পূর্বে, বাড়িতে ও মসজিদে প্রবেশের পূর্বে, কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে, মৃত্যুর পরে, মুখে দুর্গন্ধ হলে ।
[4] নাকে পানি দেয়া	ওযুর সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত	নাকে পানি দিয়ে নাক ধৌত করা অতঃপর সেই পানি বের করে ফেলা (নাক ঝাড়া)।
[5] নখ কাটা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	নখ কাটা ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত, তাছাড়া নখ না কাটলে নখের নিচে ময়লা জমা হয় ।
[6] আঙুলের গিঁট ধৌত করা	সুন্নাত	ঐ সমস্ত স্থান ধৌত করা যেখানে ময়লা জমা হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আঙুলের গিঁট বা গিরা ।
[7] বগলের চুল তুলে ফেলা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	বগলে যে চুল জন্মায় সেগুলো দূর করা, চাই তুলে ফেলার মাধ্যমে হোক বা মুন্ডন করার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে। কেননা এটা দূর করার দ্বারা বগল পরিস্কার হয় এবং বগলের দুর্গন্ধ দূর হয় ।
[8] নাভির নিচের চুল মুন্ডন করা বা ক্ষুর ব্যবহার করা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	লজ্জাস্থানের আশপাশে যে চুল জন্মায়। মুন্ডন ছাড়াও কৃত্রিম পরিষ্কারক ব্যবহার করেও দূর করা যায়।
[9] ইস্তিন্জা করা. পানি খরচ করা	এটা পেশাব-পায়খানার আদব সমূহের মধ্যে একটি	পেশাব-পায়খানার রাস্তায় ও তার আশপাশের এলাকায় পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেখান থেকে নির্গত বস্তু দূর করা।
[10] কুলি করা	ওযুর সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি	মুখের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে অতঃপর তা বের করার মাধ্যমে মুখ ধৌত করা।

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (দশটি জিনিস ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ ছোট করা, দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া, মেসওয়াক্ করা , নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিঁট ধৌত করা, বগলের চুল তুলে ফেলা, নাভির নিচের চুল মুন্ডন করা, পানি খরচ করা) যাকারিয়া বলেন: মুসআ'ব বলেছেন: আমি দশমটি ভুলে গেছি, তবে সেটা কুলি করাই হবে। কুতাইবা আরো বলেন: ওয়াকি' বলেছেন: পানি খরচ করার অর্থ হলো ইস্তিন্জা করা। (মুসলিম)

[11] খাৎনা করা	পুরুষের জন্য ওয়াজিব, মহিলাদের জন্য সুন্নাত (যদি প্রয়োজন হয়)।	পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা চামড়া কর্তন করা। যেন সেখানে ময়লা জমা না হয়, এবং পেশাব থেকে পরিপূর্ণ রূপে মুক্ত হওয়া যায়।

আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেছেন: (পাঁচটি জিনিস ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত: খাৎনা করা........) । (বুখারী, মুসলিম)

উৎস : শায়েখ হাইছাম সারহান হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত " ফাতহুল মুঈন ফি তাক্বরীবি মানহাজিস্ সালিকীন ওয়া তাওযীহিল ফিক্বহি ফিদ্-দ্বীন" । প্রথম মুদ্রণ ১৪৪৩ হিজরী।
যোগাযোগ: https://alsarhaan.com

و لا تقف ما ليس لك به علم .
যে বিষয়ে তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না।

و اغضض من صوتك.
তোমার আওয়াজ কে নিচু করো।

ادفع بالتي هي أحسن.
যা উত্তম তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো।

و لا تنابزوا بالألقاب.
তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।

إجتنبوا كثيرا من الظن.
তোমরা অধিক অনুমান থেকে বেঁচে থাক।

و أطعموا البائس الفقير .
দুস্থ দরিদ্রকে খেতে দাও।

و قولوا قولا سديدا
সঠিক কথা বলবে।

و احفظوا أيمانكم
তোমাদের শপথ রক্ষা করবে।

كونوا قوامين بالقسط
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

و لا تلبسوا الحق بالباطل.
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা।

و اخفض جناحك للمؤمنين.
মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত করো।

خذ العفو و أمر بالعرف.
তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভাল কাজের আদেশ দাও।

و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

و لا تجسسوا.
তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।

و بالوالدين إحسانا و ذي القربى و اليتامى .
মাতা-পিতা, নিকট আত্মীয় ও ইয়াতিমদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

أنفقوا مما رزقناكم
আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে দান করো।

و تعاونوا على البر و التقوى
সৎ ও তাক্বওয়ামূলক কাজে পরষ্পরকে সহযোগিতা করবে।

و زنوا بالقسطاس المستقيم
ওজন করার সময় সঠিক ওজন করবে।

اعدلوا
ন্যায় বিচার করবে।

و لا تعثوا في الأرض مفسدين.
ফাসাদ কারী হয়ে জমিনে ঘুরে বেড়িও না।

و لا تصعر خدك للناس.
তুমি মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

و اعرض عن الجاهلين.
মূর্খদের থেকে বিমুখ থাকো।

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى.
তোমরা খোটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না।

و لا يغتب بعضكم بعضا.
তোমরা একে অপরের দোষ চর্চা করো না।

واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার থেকে উত্তম রূপে সালামের উত্তর দিবে।

و آتوا اليتامى أموالهم .
এতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও।

و لا تعاونوا على الإثم و العدوان
পাপ ও সীমালংঘনপূর্ণ কাজে পরষ্পরকে সহযোগিতা করবেনা।

و أوفوا الكيل إذا كلتم
পরিমাপ করার সময় পরিপূর্ণ রূপে পরিমাপ করবে।

و لا تعتدوا.
তোমরা সীমালংঘন করো না।

و لا تمش في الأرض مرحا .
জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না।

و اقصد في مشيك.
তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
তুমি তোমার রবের পথে হিকমতের সাথে আহ্বান করো।

لا يسخر قوم من قوم .
কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে।

ادخلوا في السلم كافة .
তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب.
তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না।

و قولوا للناس حسنا
মানুষকে উত্তম কথা বলবে।

و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
আল্লাহর নামে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করবে।

বাংলা। - بنقالي - 01/21

সারাংশ।

ফিতরাত যে অধিকারের প্রতি আহ্বান করে এবং শরীয়ত আরবী ভাষায় যার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে তার সারসংক্ষেপ

আলোচকঃ ইবনু উছাইমিন (রাহিঃ)।

ড. শাইখ হাইছাম সংক্ষিপ্ত করেছেন।

মসজিদ নাবাবির সাবেক শিক্ষক, এবং
আস সুন্নাহ ইউনিসটিটিউ এর পরিচালক।

প্রিন্ট উম্মুক্ত।
লিফলেটের অনুবাদের জন্য। : sarhaan.com - বারকোড মুছে ফেলুন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার অধিকারঃ

তুমি একক ভাবে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর কোন শরীক নেই। তুমি তাঁর অনুগত এবং বিনয়ী বান্দা হবে, তাঁর আদেশের অনুসারী এবং নিষেধ বর্জনকারী, তাঁর সংবাদে বিশ্বাসী ও আদর্শিক বিশ্বাসী হবে।তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমানদ্বার ও সৎ আমলকারী হবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাসের বাস্তবতা হল তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। এবং এর ফলাফল হল একনিষ্ঠতা।

২. রাসূল (সঃ) এর অধিকারঃ

তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা যেরূপ সম্মানের অধিকারী তিঁনি । কোন প্রকার বাড়াবাড়ি কিংবা কমতি করা যাবে না। তিঁনি অতীত এবং ভবিষ্যত সংক্রান্ত যে সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। তাঁর আদেশ মান্য করা এবং নিষেধ সমূহ বর্জন করা। এবং বিশ্বাস করা যে তাঁর আনীত পথ প্রদর্শন সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও তাঁর শরীয়ত ও পথ প্রদর্শন থেকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করা।

৩. পিতা মাতার অধিকারঃ

তাদের প্রতি সদাচরণ করা, সেটি হল শারীরিক কিংবা আর্থিক কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি ভালো আচরনের মাধ্যমে। আল্লাহর নাফরমানী নেই এমন কাজে তাদের অনুসরণ করা এবং নিজের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন কাজেও।

৪. সন্তানের অধিকারঃ

ক. আত তারবিয়া: তাদের অন্তরে চারিত্রিক এবং ধর্মিয় বিষয়াদী লালন করা যাতে এর বড় একটি প্রভাব সেখানে বিস্তার করে।
খ. কোন প্রকার অপচয় এবং কৃপনতা ব্যাতিরেখে তাদের ভরণ পোষণ করা।
গ. কোন কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য না দেয়া।

৫. আত্নীয় স্বজনের অধিকারঃ

সৎভাবে আত্নীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। প্রয়োজনানুসারে আত্নীয়তার বন্ধণ দৃঢ় করনার্থে শারীরিক ও আর্তিক সুবিধা প্রদান করা।

৬. স্বামি স্ত্রীর অধিকারঃ

একে অপরের সাথে সৎভাবে বসবাস করবে কোন প্রকার বিলম্ব এবং জবরদস্তি ব্যাতিরেকে সহনশীলতা এবং সাচ্ছন্দের সাথে তার অধিকার আদায় করা।

স্বামির প্রতি স্ত্রীর অধিকার: খাবার, পানীয়, পোষাক, বাসস্থান এজাতীয় সকল কিছু তাকে প্রদান করা এবং স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বাস্তবায়িত করা।
স্ত্রীর প্রতি স্বামির অধিকার: আল্লাহর নাফরমানি নয় এমন কাজে তার অনুসরণ করা। তার গোপনীয়তা ও মালামাল সংরক্ষণ করবে। স্বামির জন্য ক্ষতিকর এমন কাজ থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকবে।

৭. রাজা এবং প্রজাদের অধিকারঃ

রাজার প্রতি প্রজাদের অধিকার: আল্লাহ তাদের প্রতি যে আমানত দিয়েছেন তা রক্ষা করা, প্রজাদের জন্য কল্যানকর কাজ নিজেদের প্রতি আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং দুনিয়া ও পরকালে কল্যানকর পথে চলা সহজলভ্য করা এটা মু'মিনদের পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে।
প্রজাদের প্রতি বাদশাহের অধিকার: তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে তাদেরকে উপদেশ দেয়া। তারা ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয়, তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে তাদের জন্য দো'য়া করা।আল্লাহর নাফরমানি নয় এমন কাজে তাদের অনুসরণ করা এবং সহযোগীতা করা।

৮. প্রতিবেশির অধিকারঃ

প্রতিবেশি হল যে তোমার বাড়ীর পাশে বসবাস করে। সাধ্যানুসারে আর্থিক কিংবা অন্যান্য উপায়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। কথা এবং কাজের মাধ্যমে তার থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ প্রতিহত করবে।

ক. যদি সে বংশীয় সূত্রে তোমার নিকটে থাকে এবং সে মুসলিম,তার রয়েছে তিনটি অধিকার।

প্রতিবেশির অধিকার

আত্নীয়ের অধিকার

ইসলামের ধঅিকার

খ.যদি সে মুসলিম হয় কিন্তু বংশীয় সূত্রে নিকটে না থাকে তাহলে তার রয়েছে দুটি অধিকার।

প্রতিবেশির অধিকার

ইসলামের অধিকার

গ. যদি সে নিকটবর্তী হয় কিন্তু মুসলিম নয় তার রয়েছে দুটি অধিকার।

প্রতিবেশির অধিকার

নিকটাত্নীয়ের অধিকার

ঘ. যদি সে দূরবর্তী হয় এবং মুসলিম না হয় তার রয়েছে একটি অধিকার,

প্রতিবেশির অধিকার

৯. সাধারণ মুসলিমদের অধিকারঃ

তাকে সালাম দেয়া, ডাকে সাড়া দেয়া, পরামর্শ চাইলে উত্তম পরামর্শ দেয়া, হাচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া, অসুস্থ্য হলে দেখতে যাওয়া, মারা গেলে তার জানাযার অনুসরন করা এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু প্রতিহত করা।

এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের অসংখ্য অধিকার রয়েছে। যার সামগ্রিক ভাবার্থ হল রাসূল (সঃ) এর এই কথাটি: একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। যখন সে এই ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন তখন সে চেষ্টা করে তার জন্য সব ভালো কিছু করতে এবং তার জন্য ক্ষতিকর এমন বস্তু প্রতিহত করতে।

১০. অমুসলিমদের অধিকারঃ

মুসলিমদের বাদশাহের উপর আবশ্যক হল তাদের প্রতি ইসলামের বিধান অনুপাতে কার্য ফায়সালা করা, তার জান, মাল ও সম্মানের ক্ষেত্রে। তারা যা হারাম মনে করে সে বিষয়ে সীমারেখা বাস্তবায়ন করা। তার উপর আবশ্যক হল তাদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের থেকে অনিষ্টকর বস্তু প্রতিহত করা। মুসলিমদের পোষাক হতে তাদের পোষাক আলাদা করা এবং ইসলামে অপছন্দনীয় এমন কোন জিনিষের প্রদর্শন না করা কিংবা তাদের কোন ধর্মীয় বিষয়াদী যেমন:
ঘন্টা বাজানো কিংবা ক্রুশ,,,,

সূচিপত্র

১. আল্লাহ তা'য়ালার অধিকারঃ তুমি একক ভাবে তাঁর....................১
২. রাসূল (সঃ) এর অধিকারঃ..১
৩. পিতা মাতার অধিকারঃ..১
৪. সন্তানের অধিকারঃ..২
৫. আত্নীয় স্বজনের অধিকারঃ..২
৬. স্বামি স্ত্রীর অধিকারঃ..২
৭. রাজা এবং প্রজাদের অধিকারঃ..৩
৮. প্রতিবেশির অধিকারঃ...৪
৯. সাধারণ মুসলিমদের অধিকারঃ..৫
১০. অমুসলিমদের অধিকারঃ...৫

আস সুন্নাহ ইউনিসটিটিউ
mahadsunnah.com

শাইখ এর ওয়াব সাইড
alsarhaan.com

০৫০৪২৫০৩৩৭ mahadsunnah

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"সৌভাগ্যময় জীবনের উপকারী উপায়সমূহ" বইয়ের সার–সংক্ষেপ:

লেখক: আব্দুর রহমান বিন নাসের আস-সাদী (১৩০৮- ১৩৭৬ হি:), তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত আলেমদের মাঝে অন্যতম এবং মুহাক্কিক ইমামদের মাঝে একজন।

লেখার কারন: ১৩৭৩ হিজরীতে লেখক যখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লেবানন সফর করেন, তখন সেখানে আমেরিকান লেখক ডেল কার্ণেগীর একটি বই পড়েন যার নাম (দু:শ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং জীবন শুরু করুন), বইটি তার খুবই পছন্দ হয় এবং তিনি সেই আলোকেই এই বইটি রচনা করেন।

(১)আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং সৎ কর্ম করা: ঈমান আল্লাহর নির্ধারন/বন্টনের উপর ধৈর্য্য, সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্ততার পথ প্রদর্শন করে।

(২) কথা ও কাজের মাধ্যমে সৃষ্টি জীবের উপর ইহসান করা: কেননা কল্যান কল্যান নিয়ে আসে এবং অকল্যান দূও করে।

(৩) কাজ অথবা উপকারী ইলমে ব্যস্ত থাকা: কেননা এটা অন্তরকে দু:শ্চিন্তামূলক বিষয় থেকে দূরে রাখে।

(৪) দৈনন্দিন কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকা: সুতরাং অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়া যাবেনা। নাবী (সা:) আল্লাহর নিকটে অতীত ও ভবিষ্যতের দু:শ্চিন্তা থেকে আশ্রয় চাইতেন।

(৫) বেশী বেশী আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করা: কেননা আল্লাহর জিকির অন্তরে প্রশান্তি নিয়ে আসে।

(৬) আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামাতগুলি গণনা করা: কেননা এর মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় সহজ হবে এবং দু:শ্চিন্তা দূর হবে।

(৭) প্রত্যেকের জন্য তার থেকে নিম্নস্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া: কেননা এর মাধ্যমে সে নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে সক্ষম হবে, এবং তার দু:শ্চিন্তা দূর হবে।

(৮) অতীত ভুলে যাওয়া: কেননা অতীতকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা পাগলামী।

(৯) আল্লাহর নিকটে দুআ করা: যেমন দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতকে বিশুদ্ধ করার দু'আ করা, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(১০) সর্বাধিক খারাপ সম্ভাবনার ব্যপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা: এক্ষেত্রে বাস্তবে বিপদটি সংঘটিত হলে হালকা মনে হবে, তাছাড়া বিপদ সংঘটিত হলে তা হালকা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

(১১) বিরামহীন কল্পনা ও খেয়াল-খুশিতে মগ্ন না থাকা: কেননা কল্পনা খারাপ চিন্তা নিয়ে আসে, খারাপ কিছু ঘটার প্রতিক্ষা সৃষ্টি করে, তাছাড়া এটি মানষিক অসুস্থতায় পতিত হওয়ার কারন।

(১২) আল্লাহ তা'য়ালার উপর নির্ভরশীল হওয়া, তার উপর তাওয়াক্কুল করা: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

(১৩) অন্যের অপরাধ বা ভুলগুলো সহ্য করা এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধারন করা: প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে কিছু দোষ,ত্রুটি বা এমন কোন বিষয় থাকে যা অন্যকেউ অপছন্দ করে, সুতরাং সর্বাবস্থায় তার ভালো গুন গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ।

(১৪) তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত না থাকা: বিপর্যয় ও বড় বিপদ সমূহ মোকাবেলায় যত বেশী নিজেকে প্রস্তুত করা হবে, ছোট বিষয়গুলি উপেক্ষা করা ততবেশী সহজ হবে।

(১৫) জীবন সংক্ষীপ্ত: জীবন সংক্ষীপ্ত হলেও সৌভাগ্যময় ও প্রশান্তিমূলক জীবনই প্রকৃত জীবন, সুতরাং দু:শ্চিন্তা ও বিষন্নতায় একে আরো ছোট করে আনা যাবে না।

(১৬) অত্যাধিক উৎকন্ঠা একটি ভ্রম, যার কোন বাস্তবতা নেই: কেননা উদ্বেগপূর্ণ অধিকাংশ বিষয়ই সংঘটিত হয় না, সুতরাং এই দুর্বল সম্ভাবনাকে প্রবল সম্ভাবনার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

(১৭) মানুষের আচরনে বিরক্ত হওয়া যাবে না: মানুষের আচরন তার নিজের উপরই বর্তাবে, তাদের এই আচরন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এটি তাদের মতো অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

(১৮) আপনার জীবন আপনার চিন্তার অনুগামী: সুতরাং আপনার চিন্তা যদি এমন বিষয়ে হয় যা আপনার দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যান হবে তাহলে আপনার জীবন সৌভাগ্যময়, অন্যথায় এটি বিপরীত ফলাফল বয়ে আন্‌বে।

(১৯) মানুষের কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা করবেন না: যখন আপনি কারো উপকার করলেন তখন বিষয়টি আপনার ও আল্লাহর মাঝের পারস্পরিক বিষয়, এক্ষেত্রে বান্দার কৃতজ্ঞতার পরোয়া করবেন না।

(২০) উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন: ক্ষতিকারক কাজ দু:শ্চিন্তা নিয়ে আসে, সুতরাং উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

(২১) সকল কাজ অবিলম্বে সামাধানের চেষ্টা করুন: কোন কাজ যদি সময়মতো শেষ না করেন তাহলে পূর্ববর্তী কাজের সাথে পরবর্তী কাজ সংযুক্ত হয়ে গোলোযোগ সৃষ্টি করবে।

(২২) গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ সমূহকে সুবিন্যাস্ত করুন: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সবার আগে প্রাধান্য দিন, যে কাজে বেশী আগ্রহ আছে সেটি নির্ধারন করুন, যেন বিতৃষ্ণা চলে না আসে। পরামর্শ চান, কেননা পরামর্শ চাওয়ায় কোন লজ্জা নেই।

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ?

টিকা সংযুক্ত করেছেন ডঃ হাইছাম সারহান।
সাবেক শিক্ষক মসজিদ নাবাবী, ও সুন্নাহ ইউনিসটিটিউ এর পরিচালক ।

বারকোড এ স্পর্শ করুন। - sarhaan.com

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- নারী - পুরুষ, ছোট - বড় সকলের নিরাপত্তা দিয়েছেন।

- প্রাণী ও উদ্ভিদের হক্ক রক্ষা করা ও যমীনের উপর বিনয়ী হতে উৎসাহী করেছেন।

- উত্তম চরিত্রের প্রতি আদেশ করেছন, এবং আত্নীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদের প্রতি সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছন।

- মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে আচরন বিধির ভিত্তি স্থাপন করেছন।

- এবং পারিবারিক সম্পর্ক ব্যবস্থা যা পিতা এবং মাতাকে তাদের সন্তানদের উপর মহান এবং মহান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- যুলুম করতে নিষেধ করেছন, এবং ন্যায়পরায়নতা, ভালোবাসা, ও সৎ কাজে সহযোগীতা করতে আহ্বান করেছন।

- তিঁনি অভাভিদেরকে সহযোগীতা করতে, অসুস্থ্যদেরকে যিয়ারত করতে, সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও নসিহত করার প্রতি আহ্বান করেছন।

- মুসলিমদেরকে মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছন। যেমন: চুরি করা, ধোকা দেয়া, হত্যা করা এবং যুলুম করা।

- তিঁনি আমাদের মন্দ অভ্যাস ও জীবনাচরণকে ভালোর দ্বারা পরিবর্তন করেছেন।

- মুসলিমদেরকে চুরি করতে নিষধ করেছন।

- মুসলিমদেরকে মিথ্যা বলতে নিষধ করেছন।

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- মুসলিমদেরকে মদ পান করতে নিষধ করেছেন।

- মুসলিমদেরকে ব্যাভিচার করতে নিষেধ করেছেন।

- মুসলিমদেরকে ধোকা না দিতে শিক্ষা দিয়েছন।

- নির্দোশকে হত্যা না করার শিক্ষা দিয়েছেন।

- তিঁনি শিক্ষা দিয়েছেন কেউ যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়, সে হোক মুসলিম কিংবা কাফের।

- তিঁনি শিক্ষা দিয়েছেন পিতা - মাতার প্রতি সদাচরণ করতে ও তাদের খেদমত করতে। যদিও তারা অন্য ধর্মের অনুসারী হয়।

- তিঁনি শিক্ষা দিয়েছেন ছোটদের প্রতি, মহিলাদের প্রতি, দূর্বলদের প্রতি এবং বয়স্কদের প্রতি কোমলাচরণ করে।

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- তিঁনি মুসলিমদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন কোন মানুষকে শাস্তি প্রয়োগ না করে, এবং কোন প্রাণীকেও। আর সমাজে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে শিক্ষা দিয়েছন।

- তিঁনি মুসলিমদেরকে শিক্ষা দিয়েছন যে স্ত্রীর প্রতি দয়া করে, তাকে ভালোবাসে এবং তাকে গুরুত্ব দেয়। এবং সন্তানদের প্রতি কোমলাচরণ করে তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত।

- তিঁনি মুসলিমদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কেউ যেন তার সন্তান পরিনত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তার সাথে কখনোই সম্পর্ক ছিন্ন না করে।

- প্রত্যেক মুসলিম সকল সৃষ্টির চেয়ে মুহাম্মদ (স:) কে বেশি ভালোবাসে

- তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছন মূসা ও ঈসা (আ:)

- প্রত্যেক মুসলিম মূসা ও ঈসা (আ:) কে ভালোবাসে, এবং তাঁদের প্রতি এই বিশ্বাস পোষন করে যে তারা মর্যাদা পূর্ণ নবীদের অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ (স:) কে এবং তিঁনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

- মুহাম্মদ (স:) প্রেরিত হয়েছন আরব এবং অনারবের জন্য

- তাঁর ধর্মে আরব এবং অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পর্থক্য কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে।

- নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (স:)

- তোমরা কি অবগত হয়েছে কেন মুসলিমরা মুহাম্মদ (স:) কে ভালোবাসে?

- তোমরা কি অবগত হয়েছ যে মুহাম্মদ (স:) মুসলিমদেরকে কি কি সাহায্য করেছন?

মুহাম্মদ (স:) ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য।

শাইখ এর ওয়াব সাইড।

বছরের ইনস্টিটিউট

sarhaan.com

mahadsunnah.com